Present:

Mr. Justice M. Enayetur Rahim
And
Mr. Justice Md. Mostafizur Rahman

Criminal Miscellaneous Case No.46782 of 2019

Md. Asaduzzaman

-------- Petitioner

-Vs-

The State

---- Opposite Party

Mr. Farhad Ahmed, Advocate with
Mr. S.S. Arefin Junnun, Advocate

---For the Petitioner

Mr. Md. Sarwar Hossain, DAG with
Ms. Moududa Begum, AAG
Ms. Hasina Momtaz, AAG and
Ms. Shahana Parveen, AAG

--- For the State

Mr. Mansurul Haque Chowdhury, Advocate
Mr. S.M. Shahjahan, Advocate
Mr. A.M. Amin Uddin, Advocate

(Appeared to assist the Court)

Heard & Judgment on 29.08.2019

M. Enayetur Rahim,J:

On an application under section 498 of the Code of Criminal Procedure filed by the accused petitioner this Rule was issued calling upon the opposite party to show cause as to why the accused petitioner should not be enlarged on bail in Bandar Police Station Case No.24 dated 08.03.2018 corresponding to G.R. No.154 of 2018 under Table 9(Kha) of section 19(1) and 25 of the Madok

Drabbaya Niyantran Ain,1990, now pending in the Court of Chief Judicial Magistrate, Narayangonj and/ or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

At the instance of Md. Masud Rana, S.I. District Detective Brance, Narayhangonj Bandar Police Station Case No.24 dated 08.03.2018 under section 19(1) Table 9(Kha)/24 of the Madok Drabbaya Niyantron Ain,1990 has been started against 04(four) persons.

In the FIR it is alleged that on a secret information the informant party raided the house of one Kamrul Islam at Rupali Residential Area under Bandar Police Station, Narayangonj and apprehended accused Alam Sarwardi @ Rubel and Sabina Yeasmin alias Runu and recovered in total 49,000 pieces of yeaba tablets and Tk.4,95,000/-. On quizzing the said accused disclosed the names of their two accomplices as Abdur Rahman and Riyad who fled away the scene.

After investigation police submitted charge sheet against 12 persons under section 19(1) table 9(Kha)25 of the Madok Drabbaya Niyantran Ain,1990.

The present accused petitioner having failed to obtain bail from the court below moved this court by filing an application under section 498 of

the Code of Criminal Procedure and obtained the instant Rule.

Having considered the allegation made against the accused petitioner in the charge sheet as well as the confessional statements made by him and other accused under section 164 of the Code of Criminal Procedure, we are not inclined to enlarge the accused petitioner on bail at this stage.

Accordingly, the prayer for bail of accused-petitioner Md. Asaduzzaman is rejected.

It is pertinent to note here that at the time of issuance of the Rule the investigating officer of the case was directed to appear before this Court to explain in writing as to why Kamrul Islam, Officer-in-Charge of Narayangonj Sadar Police Station was not sent up in the case though two accused in their respective statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure made before the Magistrate concerned disclosed the name of said Kamrul Islam implicating him in the commission of the alleged offence.

In compliance of the Court’s order the investigating officer of the case has appeared before the Court with a written explanation.

We have gone through the written explanation furnished by the investigating officer of the case wherein it is stated that though accused Alam Sarwardi @ Rubel and accused Asaduzzaman disclosed in their respective statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure made before the concerned Magistrate that at the instance of OC Kamrul accused Sabina Akter Runu was freed but during investigation he (I.O) did not find any corroboration of the said assertions of the two co-accused and thus, he did not make the Officer-in-Charge, Kamrul Islam an accused in the charge sheet.

This leads us to take stock of the confessional statements made by the aforesaid two accused to see for ourselves as to how and in what manner they have implicated the relevant officer-in-charge, Kamrul Islam in the alleged crime of the instant case.

Accused Alam Sarwardi @ Rubel in his statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure has stated as follows:

> "..... আমি বাসায় খাওয়ার পরে কং আসাদ আমার বাসায় আসে। তখন এস.আই মোর্শেদ রুনুর নম্বরে ফোন দিয়ে আমার সাথে কথা বলে। আমি তাকে ওসি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে কথা হয়েছে বলে। এরপর আমি তাকে আমার বাসায়

আসতে বলি। এস.আই মোর্শেদ বাসায় আসলে তার সাথে কথা বলে ওসি সাহেবকে জানাই। ওসি সাহেব আলামত ও টাকা রেখে আসামী ২জন এস.আই মোর্শেদের কাছে দিতে বলে এবং ২টা কাগজে ২ আসামীর স্বাক্ষর রাখতে বলে। আমি ওসি সাহেবের কথামত আসামী ২ জনের স্বাক্ষর রেখে এসআই মোর্শেদের হাতে আসামীদেরকে দেই। এসআই মোর্শেদ রুনুকে নিয়ে বাসার নিচে যাওয়ার পর আমাকে ফোন দিয়ে অপর আসামীকে ছেড়ে দিতে বলে। আমি সোর্স দিয়ে এবং কং আসাদকে অপর আসামীকে নদী পার করে বন্ধন গাড়িতে উঠি দিতে বলি। আসামীদেরকে এসআই মোর্শেদের হাতে দেওয়ার আগে ওসি সাহেবকে অবগত করি। আসামী ছেড়ে দেওয়ার আগে আমি আলামত ও টাকা রেখে দেই। এরপর আমি ঐ আলামত হতে ৫০০০ পিচ থানায় এনে ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেবের কথা মত আমি অন্য একটা আসামী নাম জনিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসি। এরপর আমার বাসায় রাতে ডিবি রেইড দিয়ে আলামত ও টাকা জব্দ করে। এই আমার জবানবন্দি।”

And accused Md. Asaduzzaman in his statement under section 164 has stated to the effect:

“০৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আমি ডিউটি করে আসার পর আমার বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম দুপুর ১/১.৩০ দিকে। এই সময় এএসআই সোরাওয়ার্দী আমার মোবাইলে ফোন দিয়ে আমি কোথায় আছি তা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি যে আমি বাসায় আছি। এরপর সে আমাকে বলে তোর ডিউটি না থাকলে তুই বন্দর ঘাটে আয় তাড়াতাড়ি। এরপর আমি বন্দর ঘাটে গিয়ে তাকে ফোন দিলে সে আমাকে একটা সি.এন.জি. নিয়ে মদনপুর বাসষ্ট্যান্ড যেতে বলে। এরপর আমি মদনপুর বাসষ্ট্যান্ডে যাবার আগেই নবীগঞ্জ এ থাকা অবস্থায় সোরাওয়ার্দী পুনরায় আমাকে ফোন দিয়ে তার বাসার কাছে যেতে বলে। তার বাসায় যাবার পর তার বাসায় এক সোর্স রিয়েলকে দেখতে পাই। সোরাওয়ার্দী রূপালী আবাসিক এলাকায় থাকে যা নারায়ণগঞ্জ এর বন্দর থানাধীন। বাসায় যাবার পর ভেতরে রিয়েল ছাড়াও একজন মহিলা ও একজন পুরুষকে দেখতে পাই। সোরাওয়ার্দীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে এই মহিলার নাম রুনু এবং পুরুষ এর নাম আঃ রহমান। তাদের দুজনকে সোরাওয়ার্দী মাদক সহ ধরেছে মর্মে জানায়।

মাদকগুলো ইয়াবা মর্মে সোরাওয়ার্দী জানায়। মাদকগুলো থানায় না এনে বাসায় আনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সোরাওয়ার্দী বলে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসি কামরুল স্যার এর সাথে কথা হয়েছে স্যার আমাকে মাদকগুলো আসামী সহ বাসায় রাখার জন্য বলেছে। পরে সোরাওয়ার্দী আরও বলে মুন্সীগঞ্জ থেকে একজন লোক এসে ওসি স্যারের সাথে কথা বলবে তার পর এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। রিয়েল ইয়াবাগুলো গুনে প্রায় ৫০ হাজার পিচ, এছাড়া ৫ লক্ষ টাকাও তারা জব্দ করে। সোরাওয়ার্দী এরপর আমার মোবাইল দিয়ে আরিফ নামে এক লোক সহ আরও ৩/৪ জনের সাথে কথা বলে। এর কিছুক্ষন পর তার বাসায় একজন লোক আসে। সে তার নাম এসআই মোর্শেদ নামে জানায় এবং বলে যে সে মুন্সীগঞ্জ ডিবিতে কর্মরত আছে। অতঃপর মোর্শেদ রুনু এবং সোরাওয়ার্দী তার বেডরুমে যায় এবং ১০/১৫ মিনিট পরে গেষ্ট রুমে আসে। এরপর সোরাওয়ার্দী একটা সাদা কাগজে রুনুর স্বাক্ষর নেয় পরে এসআই মোর্শেদ এবং রুনু সোরাওয়ার্দীর বাসা থেকে চলে যায়। পরে সোরাওয়ার্দী রিয়ালকে ৫০০/- টাকা দিয়ে আঃ রহমানকে বাসে তুলে দিতে বলে। রহমান চলে যাবার পর হাসান নামে এক লোক সোরাওয়ার্দীকে ফোন দিয়ে বলে আপনি যে রুনুকে ছেড়ে দিয়েছেন সে তো বাইরে এসে পুলিশ এর এক উর্ধবতন কর্মকর্তাকে ফোন দিয়েছে। তখন সোরাওয়ার্দী হাসানকে এসব কথা শুনতে বলে। সোরাওয়ার্দী বলে আমাকে হাসান ডিবি ঢাকাতে কর্মরত আছে সে সবার নাম্বার ট্যাক করতে পারে। হাসানের সাথে কথা বলার পর সোরাওয়ার্দী নারায়ণগঞ্জ সদরের ওসি কামরুল স্যারকে ফোন করে বলে স্যার আমি বাসায় আছি কি দরকার? এরপর স্যার কি বলে আমি শুনিনি তবে ফোন রাখার পর সোরাওয়ার্দী ৫০০০(পাঁচ হাজার) পিচ ইয়াবা তার ব্যাগের মধ্যে নিয়ে সদর থানার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আমিও তার সাথে রওনা দেই। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলে সোরাওয়ার্দী বলে ওসি স্যার বলেছে ৫০০০(পাঁচ হাজার) পিচ ইয়াবা দিয়ে এক লোক ধরে মামলা দিবে। আর বাকী ইয়াবা গুলো বাসায় রেখে দিতে। থানায় আসার পথে জনি নামে একজন লোককে আটকায়। পরে আমি বাসায় চলে আসি। পরে শুনেছি যে নারায়নগঞ্জ ডিবি সোরাওয়ার্দীর বাসায় তল্লাশী করে ৪৯০০০ (ঊনপঞ্চাশ হাজার) পিচ ইয়াবা পেয়েছে

এবং রুনু ও সোরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করেছে। এই আমার জবানবন্দি।”

[underlines supplied]

In the instant case the moot question which has come up for our consideration is that when two of the accused have disclosed the name of Officer-in-Charge, Kamrul Islam in their respective statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure implicating him in the commission of the offence in that event whether there is any legal scope on the part of the relevant I.O. to exclude his name from the charge sheet taking the plea of non availability of sufficient corroborative evidence.

On this issue we seek opinion from Mr. Monsurul Haque Chowdhury and Mr. S.M. Shahjahan, two senior members of the Bar.

Referring to sections 170/171/172 of the Code of Criminal Procedure both of the learned Advocates have submitted that the duty of an investigating officer is to collect evidence and he has got no such power to adjudicate on the credibility of the witnesses or to judge the veracity of the collected evidence and further that in the instant case the explanation filed by the investigation office is not proper and legal.

Mr. A. M. Amin Uddin, another senior Member of the Bar, present in the Court has also come forward to assist the Court on the issue. Though he find it difficult to refute the legal submissions made by Mr. Chowdhury and Mr. Shahjahan, yet he has submitted that the said two accused out of grudge have mentioned the name of OC Kamrul Islam in their respective statement, who is an honest police officer.

In investigation process the main task of an investigating officer is as follows:

i. to identify physical evidence,

ii. gathering information,

iii. evidence collection,

iv. evidence protection and preservation,

v. collection of information from witnesses,

vi. suspect interviewing and interrogation.

vii. formation of opinion on the basis of collected evidence and to place the person before the Magistrate/Tribunal, as the case may be, against whom material is

available in support of commission of the alleged offence.

In the case of Mr. Mosharraf Hossain and another Vs. The State, reported in 30 DLR (1978) page-112 our Appellate Division has held that:

> "The investigation by the police is for the purpose of collection of evidence in support of the offence or offences alleged to have been committed on a certain date by a certain person or persons. Under the code of criminal procedure the word "Investigation" generally consists of the following steps:
>
> 1. proceeding to the spot,
> 2. ascertainment of the facts and circumstances of the case,
> 3. discovery and the arrest of the suspected offender or offenders,
> 4. collection of evidence relating to the commission of the offence alleged which may consist of (a) the examination of various persons including the accused and the reduction of their statements into writing if the officer thinks fit, (b) the search of places or seizure of things considered necessary for the

investigation and to be produced at the trial and

5. formation of the opinion as to whether on the materials collected there is a case to place the accused before a court for trial and if so, taking the necessary steps for the same by the filing of a charge sheet under section 173 of the criminal procedure Code."

In the case of Abdur Rouf and others vs. Jalaluddin and another, reported in 51 DLR(AD), page 22, the Appellate Division has held that ***section 169 of the Code of Criminal Procedure has not given the police officer any power to judge the credibity of the witnesses***.

In the case of Syed Abdul Hannan vs. The State, reported in 1983 BLD(AD), page 156 it has been held that:

"It has caused us considerable surprise to see that the investigating Officer having himself observed in his report that there were no independent witnesses in either case, he found it possible to submit charge sheet in one case and a final report in the other. Further reasons he gave for submitting final report were that the informant petitioner

> had instituted the case subsequently in order to make out a defense for himself and that they have managed to procure medical certificates somehow. We cannot help observe that it was none of the business of the Investigating officer to decide the case for himself when two sides came up with contradictory versions of the same occurrence, the quality of evidence being same in each case and apparently there were injuries caused to either side. It is in the fitness of things that in a case like this both the versions should be placed before a court of law so that truth can be found out upon receiving evidence from both sides and justice done to the parties."

In the instant case, OC Kamrul was left out of indictment by the investigating officer as he did not find any corroborative evidence of the statements under section 164 of the Code of Criminal Procedure made by the two accused.

In the case of The State vs. Monwara Begum, reported in 1998 BLD, page-102, the High Court Division held that:

> "We have noticed earlier that the name of P.W.2 was disclosed by accused Samad

Sheikh in his statement under Section 164 of the Code wherein he stated that after the victim was dead due to knife injuries, Sadek asked Monwara to bring pitchers for drawing the dead body of Majeda in the beel and accordingly Monwara brought pitchers from the house of Sadek and then Sadek and others carried the dead body to the beel and drowned it by tethering the pitchers with the dead body. Now as regards the statements of accused Samad, PW-2 Sadek Ali stated that he deposed in a case in a Munsif Court against Samad and for that reason he was falsely implicated by Samad in his statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure but PW-2 could not show any papers of that case in which he claimed to have deposed against accused Samad. Moreover, the I.O. said that PW-2 did not say to him that accused Samad falsely implicated him in his statement under section 164 of the Code because he deposed in a case in the Munsif Court against Samad. Under the above circumstances, we find no reason on the part of the I.O. for recommending

> discharge of Sadek Ali in his report and citing him as the principal witness to prove the prosecution case. It is clear to us that the I.O. ignored the ducts that the victim was missing from the house of Sadek Ali; that Sadek Ali remained silent for long seven days that the dead body of Majeda was recovered on the showing of Sadek Ali and that accused Samad had no reason to falsely implicate Sadek Ali in his statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure."

It is by now well settled proposition that confession of a co-accused cannot be resorted to under any guise as substantial evidence to convict another but may be used as a relevant fact only to lend assurance to any other evidence.

But at the investigation stage the investigation officer has no authority to adjudicate on the propriety or credibility of a statement made by an accused under section 164 of the Code of Criminal Procedure. It has to be taken into consideration by the investigating officer as it is. It is the duty of the trial judge to examine and asses the truth, veracity and voluntariness of a statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure made by an accused. An

investigating officer cannot steps into the shoes of a trial judge.

Having considered and discussed as above, we have no hesitation to hold that the investigation officer most erronesly and improperly excluded OC Kamrul Islam from the charge sheet.

Thus, we are of the view that, further investigation is required to be done in the instant case in light of the observations made in the body of the judgment.

Accordingly, the Rule is discharged with the above observations and direction.

Additional Inspector General of Police, CID is directed to appoint a new investigating officer for further investigation of the case not below the rank of Additional Superintend of Police.

Communicate a copy of this judgment and order to the court concerned at once as well to the Additional Inspector General of Police, CID, Malibag, Dhaka.

Md. Mostafizur Rahman,J:

I agree.